আল-ইসলাম

বনাম

কমিউনিজম

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ)

আল-ইসলাম
বনাম
কম্যুনিজম

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্-কোরায়শী

আভাস

বিগত ২৫শে জানুয়ারী (১৯৫৭) তারিখে ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর টাউনে আহ্‌লে-হাদীস নও-জওয়ানদের উদ্যোগে স্টেডিয়াম মাঠে এক মহতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। আমি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করার ও বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত ছিলাম। নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বরাত্রে যখন আমি রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করি, তখন সভার প্রচারপত্রে ও স্বেচ্ছাসেবকগণের ধ্বনিতে অবগত হই যে, "ইসলাম ও কম্যুনিজমের তুলনামূলক পরীক্ষা" আমার ভাষণের আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্বাচিত হইয়াছে। বিষয়টি সম্পূর্ণ একাডেমিক, গবেষণামূলক ও প্রস্তুতিসাপেক্ষ, প্রবাসে বহিপুস্তকও সংগে ছিলনা আর তখন প্রস্তুতির অবসরই বা কোথায়? ছেলেদের ফরমায়েশ তামীল করার জন্য সেদিন মুখে মুখে যে ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, জীবনব্যাপী এরূপ বহু চীৎকার শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু জামালপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেব বি, এ, বি-টির সৌজন্যে এই বক্তৃতাটি সুরক্ষিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমার সহকর্মী থাকার ফলে ভাষণের মোটামোটি অনুলেখন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল, শর্ট হ্যাণ্ড অনভিজ্ঞ অন্য কাহারও হয়তো ইহা সাধ্যায়ত্ত হইতনা। তাঁহার এই শ্রমস্বীকারের ফলেই বক্তৃতাটি আজ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা পাঠ করিয়া রাষ্ট্রের ভাবী ভাগ্যবিধায়ক শিক্ষিত যুব সমাজ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার জন্য কিঞ্চিতমাত্র প্রেরণা অনুভব করিলে ভাষণ, অনুলেখন ও মুদ্রণের সমুদয় শ্রম সার্থক হইবে।

وما توفيقي الا بالله

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল কোরায়শী

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস
সদর দফতর: ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন
রোড, রমনা, ঢাকা।
ঈদুল আয্‌হা ১৩৭৬ হিঃ

৩য় সংস্করণ

বাংলাদেশ জময়ীয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রঃ) প্রণীত "আল্-ইসলাম বনাম কম্যুনিজমের" ২য় সংস্করণের সকল কপি শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং পাঠক বর্গের চাহিদার কথা চিন্তা করে মারহুমের এই ছোট্ট অথচ জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকাটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল। আমরা আশা করি অন্যান্য বারের মত এবারও এই মুল্যবান পুস্তিকাটি পাঠকবৃন্দের মনের চাহিদা মিটাবে। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং লেখককে তাঁর এই নিঃস্বার্থ দীনী খেদমতের বদৌলতে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন এই দোয়াই করি।

আবদুল ওয়াহহাব লাবীব
প্রেস ও প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ জময়ীয়তে আহলে হাদীস।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين - اعوذ بالله من الشيطان الرجيم -

إن الذين امنوا والذين هادوا والنصرى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - (٢ : ٦٢)

বন্ধুগণ,

ইসলাম মানুষের বিভিন্ন দল, শ্রেণী, গোষ্ঠী ও কৃত্রিম সমাজ-বিভাগকে স্বীকার করেনা, ইসলামের আদর্শ হচ্ছে এক ও অখণ্ড মানবত্বের প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতে শান্তি ও ঋদ্ধি এবং কল্যাণের যে "সিরাতে মুসতাকীম" প্রদর্শনের জন্য সর্‌ওয়ারে-কায়েনাত, রহমতুল লিল আলামীন মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) শুভাগমন ঘটেছিল আর তার জন্য তিনি যে নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছেন, তারই পরিচয় রয়েছে উপরিউক্ত আয়াতে। আয়াতের সরল অর্থ হচ্ছে :

যারা মুমিন মুসলিম ব'লে দাবী করে, যারা ইয়াহুদ, খৃষ্টান ও তারকা-পূজক—যে দলেরই যে কোন মানুষ হোক না কেন, শুধু নামে কেউ উদ্ধার পাবেনা। তাদের কি করতে হবে? তাদের

মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল এবং যারা জীবনের দায়িত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং জীবনের পরপারের জওয়াবদিহি অর্থাৎ কর্মের ফলকেও যারা মেনে নিয়েছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তারাই তাদের প্রতিপালক স্রষ্টার কাছ থেকে পারিতোষিক প্রাপ্ত হবে, তাদের জন্য ভয়ের এবং সন্তাপের কোন কারণ নেই। সুতরাং জানা যাচ্ছে, ভয় আর সন্তাপ থেকে মুক্তি আর আল্লাহর পারিতোষিক প্রাপ্তি দুটি জিনিষের উপর নির্ভর করছে: একটি বিশ্বাস, অপরটি আমলে সালেহ্।

বিশ্বাস আবার দুটি জিনিষে থাকা অপরিহার্য্য: আল্লাহর উপর আস্থা আর পারলৌকিক জীবনের উপর আস্থা। আল্লাহর উপর আস্থার অন্যতম তাৎপর্য এই তিনি আমাদের উর্ধজগত, অধঃজগত আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত-কিছুর সৃষ্টিকর্তা—একথা বিশ্বাস করে নেয়া।

আল্লাহ বলেন,

الله الذى خلق السموت والارض وما بينهما فى

ستة ايام -

"আর তিনি সেই আল্লাহ, যিনি আসমান এবং যমীন এবং এই দুইয়ের মাঝে যা কিছু বিরাজিত, সমস্তই ছয় ঋতুতে সৃষ্টি করেছেন।" (সিজদা—২৩ : ৪)

আসমান আর যমীন নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয়ই এর একজন স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক ও নিয়ামক রয়েছেন। মানুষ শুধু অণু-পরমাণু, Hydrogen কিম্বা Calcium এর সমাবেশ নয়।

একদল লোক মনে করেন, দুনিয়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃথিবীর তরল গোলক উত্তপ্ত থাকার

পর যখন জীবনের অবস্থানোপযোগী শীতলতা প্রাপ্ত হলো, তখন ওতে এক সেল (Cell) বিশিষ্ট এক প্রকার জীবের সর্বপ্রথম উদ্ভব ঘটলো, তারপর ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির নিয়ম অনুসারে পৃথিবী বহু সেল বিশিষ্ট অসংখ্য জীবে অধ্যুষিত হয়ে উঠলো। আর এই ক্রমবিকাশের শেষ পরিণতিই হল মানুষ। এদের সাধারণ কথায় Athiest বা নাস্তিক বলা হয় আর এদের মতবাদকে বলা হয় Materialism বা বস্তুবাদ। ডারউইন, হিউম, হেগেল, হেকেল, মার্ক্স ও এঞ্জেলস প্রভৃতি এই মতবাদের জনক ও পরিপোষক।

ইসলাম কঠোর ভাষায় এই ভ্রান্ত মতবাদ ও আকীদার প্রতিবাদ করেছে। ইসলামের মতে মানুষ যেমন শুধু পুঁজ জাতীয় নাপাক বস্তু আর রক্ত দিয়েই গঠিত নয়, তেমনি মাটি আর গোবরই ওর শেষ পরিণতি নয়। মানুষের এই রক্ত-মাংসের জড়পিণ্ডের অভ্যন্তরে এমন এক অনুপম বস্তু বিদ্যমান রয়েছে যা চিরঞ্জীব, যার কোন ধ্বংস নেই, যা চিরকাল বিরাজ করবে। এই বস্তুর নাম হচ্ছে আত্মা বা রূহ। দেহ আর আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্টি এই যে মানব, এর একজন স্রষ্টা আছেন। অবশ্যই মানুষ বানর থেকে Evolution Theory অনুসারে বিকাশ লাভ করেনি, সে এক অসীম শক্তিশালী সর্ববিজ্ঞ নিয়ামকের নির্দেশ মত সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তাঁরই অভিপ্রায়, আদেশ এবং নির্দেশ মত চলছে।

দুনিয়ার সমস্ত আম্বিয়ায়ে-কেরাম এই বিশ্বাসের দিকেই যুগে যুগে দেশে দেশে মানবমণ্ডলীকে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ায় একদল বুদ্ধিমান রয়েছেন, যাঁরা মনে করেন এবং অপরকে বিশ্বাস করাতে চান যে, একটি অদ্ভুত জাহাজ রয়েছে, নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্ধারিত সময়ে ছাড়ছে, বিভিন্ন বন্দরে নিজে নিজেই ভিড়ছে আর বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উঠানামা স্বয়ং-ক্রিয়ভাবেই চলছে, অথচ ওর কোন চালক, কাপ্তান, সারেং, মাল্লাহ, নিয়ন্ত্রক কিছুই

নেই, আবার জাহাজের কোন কাজেও কিন্তু এক মিনিটের জন্য কোন ব্যতিক্রম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়না। এরূপ জাহাজের খবর যদি কোন ব্যক্তি প্রদান করে, তাহলে আপনারা তাকে কি করবেন ? নিশ্চয়ই তাকে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। এখন সামান্য একটা জাহাজ যদি নিজে নিজে চলতে না পারে, তা হ'লে এই বিরাট বিপুল বিশ্বজগত, চন্দ্র, সূর্য্য ও লক্ষ কোটি সূর্য্য-সদৃশ তারকাপুঞ্জ ও নীহারিকা মণ্ডলের আপন পথে নিঃশব্দে পদসঞ্চারে অহর্নিশ পরিভ্রমণ, স্বীয় কক্ষে সুশৃঙ্খল পরিক্রমণ, আলোক বিকীরণ, বারিবর্ষণ, শস্যোৎপাদন প্রভৃতি একজন চালক ও নিয়ন্ত্রকের মুখাপেক্ষী না হয়ে কি করে চলতে পারে ?

James Jeans তাঁর সুবিখ্যাত Mysterious Universe Arouud Us গ্রন্থে বলেছেন, "এমন এক-একটা জাহাজ শূন্যে ভ্রাম্যমান রয়েছে, যার ভেতর কোটি কোটি সূর্য্য সদৃশ্য বস্তু রয়েছে। এ সব জাহাজের আকাশ পথে বিপুল গতিতে বিরামহীন পরিভ্রমণে কোথাও কোনস্থানে কস্মিনকালে সংঘর্ষ ঘটে না। এমনকি হাজার হাজার বছরেও কোন কোন জাহাজের সাথে অপর জাহাজের সাক্ষাতও ঘটেনা।" আমাদের সামনে অহরহ দেখতে পাচ্ছি, মানুষের যথেষ্ট সতর্কতা আর নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সত্বেও ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষ ঘটছে। কিন্তু বিশাল বিরাট মহাশূন্যের সমুদ্রে পরিক্রমণরত জাহাজগুলোর কোনদিন কোনটার সাথে কোনটার ধাক্কা বা সংঘর্ষ লাগছেনা! তবুও কি আমরা বলব জগত-সংসার স্রষ্টাহীন চালকহীন অবস্থাতেই আপনা আপনি এত সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে চলছে ? এ সমস্তের কোন খালেক নেই? যারা এধরণের কথা বলে, তাদের কোরআন মজিদে বলা হয়েছে, কেন তারা আকাশ আর পৃথিবীর বিষয় চিন্তা করে দেখেনা ?

আল্লাহ্‌ বলেন—

ان فی خلق السموت والارض واختلاف الليل

والنهار لايات لاولی الالباب - (۳ : ۱۹۰)

"আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যে দিবস ও যামিনীর বিবর্তনে চিন্তাশীলদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" Plato ও Newton এর মত মনীষীরাও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন নি। ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) আর কলকব্জার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথ থেকে নিরীশ্বরবাদের প্রচার হতে থাকে আর ক্রমেই নাস্তিকতা ও ইলহাদ কথাকথিত সভ্যজগতে প্রসার লাভ করতে থাকে। এখন আবার মোড় ঘুরতে শুরু করেছে।

Theory of Evolution—বিবর্তনবাদের ভেতর এমন সব ত্রুটি-বিচ্যুতি বেরিয়েছে যে, স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না নিলে সৃষ্টি-রহস্যের সমাধান আর সম্ভবপর হচ্ছেনা।

কুরআন মজীদে বিঘোষিত হয়েছে, আল্লাহ্‌ বলছেন—

انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه

فجعلناه سميعا بصيرا - (۷٦ : ۲)

"আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্র থেকে, তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আর সে জন্য তাকে আমরা শ্রবণশীল দৃষ্টিমান জীবে পরিণত করেছি।"

খোশখেয়াল মত বা যদৃচ্ছা কাজ চলবেনা। গাছের পাতা, শিকড়, সিম্‌কোনা প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিসের যদি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

থাকে, তাহলে শ্রেষ্ঠতম জীব আশ্রাফুল মখ্লুকাত মানুষের আচরণ বা আমলের reaction—প্রতিক্রিয়া থাকবেনা—এ কি কখনও সম্ভব? মানুষকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে—মানবজীবনের কোন দায়িত্বই নেই, এমন কথা যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি যারা শোষক, উৎপীড়ক, যালেম ও পর-পীড়ক তাদের বিরুদ্ধে আর্তনাদ কেন?

দুন্য়ার সব কিছুকেই যদি relative বা আপেক্ষিক বলে মেনে নেয়া হয়, Rigid Truth বলে যদি কিছু না-থাকে, তাহলে যুল্মের নিন্দা করা হয় কোন্ মানদণ্ডে, বিচারের কোন দৃষ্টিকোণ থেকে?

বন্ধুগণ,

জেনে রাখুন, মানুষের জীবন দায়িত্বহীন নয়, নির্দিষ্ট কর্তব্য, নির্ধারিত দায়িত্ব আছে বলেই মানুষ মনুষ্য নামের অধিকারী, এখানেই তার মনুষ্যত্ব, এখানেই তার মহত্ত্ব, এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ মানুষকে سميعا بصيرا শ্রবণশীল ও দৃষ্টি-শক্তি সম্পন্ন করে তৈরি করেছেন। এই শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির ভিতরে রয়েছে প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি যা ছাগলে নেই, গরুতে নেই অন্য কোন প্রাণীতে নেই—যদিও কান এবং চোখ তাদের রীতিমতই বিদ্যমান। এই প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি কোথেকে এল? এগুলো কি অণু, পরমাণু, হাইড্রোজেন বা ক্যালসিয়ামের ফল?

মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মধ্যে এই যে আকাশ পাতাল পার্থক্য, এ তারতম্য সৃষ্টি করল কে? মানুষের দৃষ্টি ও বিচারবোধ, Intelligence—বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটল কি করে? এর ভেতর রয়েছে চিন্তার খোরাক আর চিন্তাশীলদের জন্য আছে আল্লাহর আর তাঁর অসীম ক্ষমতার বহুবিধ

নিদর্শন। আল্লাহ বলেছেন, আমি স্রষ্টা, আমাকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত মানুষের গত্যন্তর নেই, মানুষ যতই মতবাদের ধূম্রজাল রচনা করুক, পরিকল্পনার নক্শা আঁকুক, জগতের কোন স্থায়ী কল্যাণ সে সাধন করতে পারবেনা—অকল্যাণকেই উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলবে।

আল্লাহ বলেন—

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم

والذين من قبلكم لعلكم تتقون - ٢ : ٢١

"হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদৎ কর, যে প্রভু তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও, যেন তোমরা সমীহকারী হতে পার।"

আল্লাহ শুধু খালেক বা স্রষ্টা নন, তিনি 'রব্ব'। তিনি 'রব্ব' নন শুধু মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও প্রকাশ্যমান জীবনের, তার আভ্যন্তরীণ ও অধ্যাত্ম লোকেরও তিনি রব্ব। তিনি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রিক জীবনেরও রব্ব, নিয়ামক ও প্রভু!

"রব্ব" এর তাৎপর্য কী? আল্লাহ আমাদের কিরূপ 'রব্ব' আল্লাহ বলেন—

ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم

والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون

الله ولكن كونوا ربانين - (٣ : ٧٩)

দেখ, কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে গ্রন্থ, শাসনকর্তৃত্ব আর নবুওতের গৌরবে অনুগৃহীত করবেন, অথচ সে লোকদের ওপর আদেশ চালাবে যে, "আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাসে পরিণত হয়ে যাও" প্রত্যুতঃ সে বলবে, তোমরা আল্লাহর পূর্ণ দাসে পরিণত হও, তাঁর দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান কর। নবী এবং গ্রন্থধারী ও সমাজের নেতৃমণ্ডলীর কাজ মানুষকে সর্বপ্রকার দাসত্বের বন্ধন ও শৃঙ্খলের কবল থেকে মুক্ত করে সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু আল্লাহর উবূদিয়ত বা দাসত্বের পথে আকর্ষিত এবং পরিচালিত করা।

পিতা, মাতা, রাজা, শাসনকর্তা ও গৃহস্বামী প্রভৃতিও সীমাবদ্ধ রব্ব বা প্রতিপালক-প্রভু, কিন্তু আল্লাহ তেমন রব্ব নন। আল্লাহ এমন 'রব্ব', যিনি সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়ে আর সর্ববিধ প্রয়োজন পূরণ করে সৃষ্ট জীবকে তার পূর্ণ ও চরম পরিণতির স্তরে পৌঁছিয়ে দেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আর পরলোকেও বিভিন্ন স্তরে, সৃষ্টির পরিবর্ধন, প্রয়োজন, সম্পূরণ আর শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার যে কাজ, তাকেই বলে আল্লাহর রবুবীয়ৎ।

একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা তওবা তেলাওয়াত করছিলেন, বিখ্যাত দাতা হাতেম তাই এর পুত্র আদী ইসলাম কবুল করে গলায় খৃষ্টানদের 'ক্রস' ধারণ করে হুযুরের (সাঃ) খিদ্‌মতে হাযির হলেন। হযরত (সাঃ) তখন কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করছিলেন ঃ

اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

"ইয়াহুদ, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের আলেম ও দর্‌বেশদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব্ব' বানিয়ে নিয়েছে।" (তওবা—৯ : ৩১)

আদী আরয করলেন, এর অর্থ তো বুঝতে পারলাম না। তারা কি করে বিদ্বান ও সাধু পুরুষদের 'রব্ব' বলে গ্রহণ করলো ?

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বল্‌লেন, দেখ তোমার গলায় এই যে ঠাকুর বেঁধে রেখেছ, ওটাকে আগে দূর কর। তারা তাদের বিদ্বান ও সাধু পুরুষদেরকে মুখে 'রব্ব' বলে না বটে, কিন্তু তাঁরা যে আদেশ দেন, যে বিধি-ব্যবস্থা প্রদান করেন, বিচার না করে, আল্লাহর গ্রন্থের সাথে তার সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা মুহূর্তের তরেও তা না ভেবে তারা তাঁদের সেই মুখের বুলিকে কি নতমস্তকে অবশ্য প্রতিপালনীয় বলে মেনে নেয় না ? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এই আচরণকেই বলে—তাদের 'রব্ব' বলে গ্রহণ করা।

ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম তাঁর কারাগারের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তাঁর দুই সহচরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -(১২ : ৩৯'৪০)

"হে কারাগারের সহচরদ্বয়, (বল তো) বহুসংখ্যক বিভিন্ন রব্ব উত্তম, না একক মহাপরাক্রান্ত মহাপ্রভু আল্লাহ? সেই মহান প্রভুকে ছেড়ে তোমরা শুধু এমন কতকগুলো নামের পূজা করছো, যেগুলোর তোমরা স্বয়ং আর তোমাদের পূর্ব পুরুষরা নামকরণ করেছ অথচ তাদের পূজার জন্য আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুরই অনুশাসন নেই, তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারুরই ইবাদৎ করবেনা, এইটেই হচ্ছে সঠিক ও সুদৃঢ় 'দ্বীন', কিন্তু অধিকাংশ লোক সে কথা জানেনা।"

নীতিনৈতিকতার যদি কোন আদর্শ থাকে, তাহলে মানুষ একজনকেই পরম প্রভু রূপে স্বীকার করে নেবে।

অন্নদাতা কে? রায্যাক কে? মানুষের ধন সম্পদ, খাদ্য, পানীয় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কার? ষ্টেটের? গুটিকয়েক মানুষের? না গণদেবতা অর্থাৎ জনতার? কতকগুলো কৌশলবাজ মানুষ ক্ষমতার আসনে বসে দুনিয়ার সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য ভোগ করবে আর সমস্ত মানুষ; কেন, কি জন্য, নিজেদের উপস্থিত সুবিধা আর সম্পদ তাদের হাতে সমর্পণ করবে? সমস্ত মানুষের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, দৈহিক বল প্রভৃতি কি সমান? আমি উপার্জন করে অন্যকে দেব কেন? Dictatorship দিয়ে যারা মানুষের অধিকার নিয়ন্ত্রিত করতে চায়, তাদের মত নির্বোধ অথবা প্রতারক আর কেউ নেই। "মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার কেড়ে নিয়ে সকলকে তার ফল সমানভাবে ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে"—এই দর্শন যারা প্রচার করেছিলেন, তাঁরাই অসংখ্য লৌহকারাগার সৃষ্টি করেছেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক পচে মরছে! কেন এমন হয়? 'রব্ব' আর তাঁর রবুবীয়ৎকে অস্বীকার করার ফলেই এমন ঘটে। 'রব্ব'

এর স্বীকৃতি যেখানে নেই, রব্বের নিকট প্রত্যাবর্তন এবং জওয়াব-দিহির দায়িত্ব যেখানে নেই, সেখানে সুযোগ পেলে অপরকে কাঁদিয়ে কেন আর একজন হাসবেনা? অপরের সমাধির ওপর কেন সে নিজের গগনস্পর্শী প্রাসাদ গড়ে তুলবেনা?

অন্ধকার পথে একজন টাকার তোড়া নিয়ে একাকী হেঁটে যাচ্ছে, আমার শরীরে শক্তি আছে, অন্তরে লোভ হয়েছে—কেন আমি সেটা কেড়ে নেবনা?

বিশ্বজনীন অশান্তির মূলীভূত কারণ হল এখানে। কোরআন ঘোষণা করছে :

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم
مُّسْتَكْبِرُونَ - (١٦ : ٢٢)

"যারা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস পোষণ করেনা, তাদের হৃদয় পীড়িত আর তারা দাম্ভিক।" (১৬ : ২২)

যারা মানবদেহে আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেনা, মানুষকে যারা শুধু মাটির স্তূপ বলে মনে করে, মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি শুধু মাটি অথবা কৃমিকীটে পর্যবসিত হওয়া ছাড়া যারা অন্যকিছু ধারণা করতে পারেনা, যারা জগতকে অস্থায়ী এবং একটি পরীক্ষাগার বলে বিশ্বাস করেনা, তারা জ্ঞানবিজ্ঞানে যতই উন্নতি করুক না কেন, হৃদয় তাদের রুগ্ন ও পীড়িত। তাদের কোটপাতলুন যতই দামী হোক, সুট আর টাই যতই মূল্যবান হোক কোরআন ও সুন্নাহ এবং উলামায়ে দ্বীনকে যতই তারা গালাগালি দিক, তারা মঙ্গলের পরিবর্তে দুনিয়াকে অমঙ্গলের পথেই ঠেলে দেবে, শান্তির পরিবর্তে তারা অশান্তির দাবানলই প্রজ্বলিত করবে।

ইসলাম বলেছিল, একজনকে 'খালেক' 'রব্ব' আর 'মাবুদ' স্বীকার করে নিতে হবে, তাঁর প্রেরিত রসূল (সাঃ) এর ব্যবস্থা অনুসারে সমাজকে গড়তে আর রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতে হবে।

আজ প্রচার করা হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার কোন অস্তিত্বই নেই,—মানুষই স্রষ্টা। কি সৃষ্টি করলে? তোমাদের Laboratory তে দুটো পরস্পর বিরোধী হৃদয়কে প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার মত কোন কিছুই আবিষ্কার করতে আজ পর্যন্ত পারলে কি? মানুষের মধ্যে জাতিগত, শ্রেণীগত, বর্ণগত ও ভাষাগত দলাদলি ও পার্থক্য এবং হত্যাকাণ্ড আর জীবন সংগ্রামে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ছাড়া সৃষ্টিকর্তার অস্বীকারকারীর দল কল্যাণময় কিছু দুনিয়াকে দিতে পেরেছে কি?

সৃষ্টিকর্তার অস্বীকারকারীদলের পুরোহিতরা কি বলছেন, শুনুন! আধুনিক কম্যুনিজমের প্রবর্তক মার্ক্স বলেন,

It is not religion that creates man but man who creates religion. Religion is the groan of the down trodden creature. it is the opium .... the idea of God must be destroyed, it is the keystone of perverted civilisation.

"ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করে নিয়েছে। ধর্ম নিপীড়িত মানব গোষ্ঠীর মূর্ত আর্তনাদ! এটা আফিম........আল্লাহর কল্পনা মানুষের মন থেকে উৎখাত করতে হবে, বিকৃত সভ্যতার এইটেই হচ্ছে মূল প্রস্তর"।

মার্ক্সের সহচর এঙ্গেলস বলেন, The first word of Religion s a lie. 'ধর্মের প্রথম কথাটাই মিথ্যা'!

রাশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন বলেন :

Religion is one of the forms of that spiritual yoke which always and everywhere has been laid on the masses of people curshed by poverty. The weakness of the exploited classes in their struggles with their oppressors inevitably produced a faith in a better life in the next world. Religion teaches such men who work and endure poverty all their lives humility and patience by holding out the consolation of heavenly reward. Religion is the opium of the people—a sort of spirtual vodka meant to make the slaves of capitalism, reduce their human form and their aspirations to a semi decent existence.

"ধর্ম এমন একটি আত্মিক জোয়াল, যা সমস্ত দেশে আর সব যুগে দারিদ্র-নিষ্পেষিত দুঃস্থ জনগণের কাঁধের উপরে চাপিয়ে রাখা হয়েছে। শক্তিশালী যালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিহীন মযলুমের দুর্বলতা ও অসহায়তাই পারলৌকিক জগতে শ্রেয়তর জীবনের বিশ্বাসকে জন্ম দিয়েছে। যারা অমানুষিক পরিশ্রম করেও দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন যাপনে বাধ্য হয়, ধর্ম তাদের স্বর্গীয় পুরস্কারের আশ্বাস দিয়ে ধৈর্য্য ও বিনয়ের শিক্ষা প্রদান করে। ধর্ম জনগণের আফিম এক রকম আধ্যাত্মিক শরাব। ধনতন্ত্রের দাসত্ব-শৃংখলে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে, এদের মানবীয় সত্বাকে পর্যুদস্ত আর ওদের আকাঙ্খা ও অভিলাষগুলোকে পদদলিত করে দেওয়াই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

লেনিনের দোসর ও স্থলাভিষিক্ত স্ট্যালিন বলেন :

The party cannot be neutral in respct of religion,

it wages an anti-religion propaganda against all religious prejudices.

"কম্যুনিষ্ট পার্টি" ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারেনা। সর্ববিধ ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে পার্টিকে এক ধর্মবিরোধী অভিযান ও প্রোপাগাণ্ডা পরিচালনা করতে হবে। কারণ পার্টি বিজ্ঞানের সমর্থক। ধর্মবিরুদ্ধ প্রপাগাণ্ডার পূর্ণ সাফল্যলাভের অভিযানে যে সব পার্টি-সদস্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করে, তাদের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়াই সব দিক দিয়ে মঙ্গলকর।"

ইসলাম একটা রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম মানুষকে প্রদান করেছে। দুঃখের বিষয় বাউল, ন্যাড়া, বামুন, সুফী আর খৃষ্টানদের প্রভাবে আর পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় ইসলামের প্রকৃত তালিম, নীতিনৈতিকতার মান, তার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে মুসলমানগণ নাওয়াকেফ হয়ে পড়েছে, ইসলামের শুভ্র সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ আজ ছাই চাপা পড়ে গেছে।

আফসোস! বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আর পাশ্চাত্য দীক্ষায় দীক্ষিত দলের কাছে মুর্খতাই হয়ে পড়েছে প্রজ্ঞা আর তাঁদের স্বপ্নবিলাস হয়েছে বৈজ্ঞানিকতা! কিন্তু বন্ধুগণ, জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তির ডিগ্রি নেই, ডিপ্লোমা নেই সে যদি দাবী করে "আমি একজন গ্রাজুয়েট" তখন তাকে আপনারা কি করবেন? নিশ্চয়ই জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে একটা অক্ষরও পাঠ না ক'রে যখন কেউ ইসলামের মুরুব্বী আর বিশেষজ্ঞ সাজতে চান, ইসলামের ব্যাখ্যাতার অভিনয় করতে আসেন কিংবা ইসলামের সমালোচনায় গলা ফাটাতে চান, তখন তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত? এরই নাম কি যৌক্তিকতা Rationalism? একেই কি বলা হ'বে বৈজ্ঞানিকতা—Scientific spirit?

আজ অহরহ প্রচার করা হচ্ছে—"সবার ওপর মানুষ বড়, তার ওপর কেউ নেই'—কিন্তু ভাইসব, মানুষ সবার ওপর নয়। মানুষের ওপর প্রবল শক্তিমান এক বিরাট প্রজ্ঞা বিদ্যমান আছেন।

কোরআন বলছে—

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل
من تشاء بيدك الخير -

বলুন, হে রসূল (সাঃ), "হে আমাদের আল্লাহ, আপনিই একমাত্র রাজরাজেশ্বর। যাকে ইচ্ছা আপনি রাজ্য দান করে থাকেন আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা করেন রাজ্য কেড়ে নেন, যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন আর যাকে ইচছা তাকে লাঞ্ছিত করেন আপনার মঙ্গলময় হাত দিয়ে।" [আল ইমরান ৩ : ২৬)

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন—

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتقين -

"বস্তুতঃ পৃথিবী আল্লাহরই অধিকারভুক্ত, তিনি তাঁর দাসানুদাসদের মধ্যে যাকে ইচছা তাকে ধরিত্রীর উত্তরাধিকার দান করেন, কিন্তু পরিণাম সমীহকারীদের জন্যই।" [আল্-আ'রাফ—১২৮]
পৃথিবীতে মালিকানা স্বত্ব কারও নেই—একমাত্র বিশ্বপতি আল্লাহই

অধিশ্বর ও মালিক, তিনি এই বিপুলা বসুন্ধরা মানুষকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন দুটি শর্তে—১ম সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি, ২য় আমল বা আচরণের প্রতিফলে বিশ্বাস। যা কিছুই কর না কেন, তার প্রতিফল পাবে। দুনিয়ায় কোর্ট-আদালতকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর, কিন্তু আল্লাহকে কস্মিনকালেও ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয়।

ইসলামের বিধান এক-অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন। ইসলামের সমস্তই নিয়মের শৃংখলে আবদ্ধ। একেই বলা হয় শরীআত। শরীআতের অর্থ বিধান। আইন জারী করা ও কার্যকরী করার অধিকার মানুষের আছে। আইনের Fundamental Principles/ মূলনীতিগুলি অপরিবর্তনশীল। মানুষের পক্ষে এরকম অপরিবর্তন-শীল ও সর্বকালীন ও সর্বমানবীয় আইন রচনা করা সম্ভবপর নয়, কারণ দুর্বল মানুষ নিজস্ব এবং দলগত ও স্বার্থগত বিষয়ের চিন্তা করবেই ; নিখিল মানবসন্তানের অখণ্ড মানবতার জন্য যা কল্যাণকর তা রচনা করবে সে কেমন ক'রে? মানুষের মনোভাব ব্যক্তিগত এবং দলগত নানারূপ স্বার্থচিন্তায় জড়িত ও সীমাবদ্ধ থাকে। নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য অন্য রাষ্ট্র যদি পানির অভাবে শুকিয়ে মরে তাতে সেকুলার ষ্টেটের কি যায় আসে? কাশ্মীরের অধিবাসীরা শতকরা ৮৪ জন মুসলমান হোক, পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত ও যুক্ত থাকার আকাংখা তাদের যতই তীব্র হোক, সেকুলার রাজ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে কেন? আমার দলীয় স্বার্থের প্রতিষ্ঠাকল্পে আমার সেনাবাহিনীর জন্য সেখানে ছাউনী গড়বোই, কেল্লা রচনা করবোই! কারণ কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করে রাখাতেই ভারতের লাভ। খালের পানি বন্ধ এবং ফারাক্কা বাঁধ রচনা ও অন্যান্য লাভের খতিয়ান করে কাজ চালিয়ে যাবই, পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কী প্রয়োজন? স্মর্তব্য যে এই ভাষণ প্রদত্ত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে।

এইরূপ কোন ভোগবিলাসী, মুনাফাবাজ, স্বার্থসর্বস্বের দল রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ব করলে, মদকে হালাল, ব্যভিচারকে সার্থক আর শোষণের ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার চেষ্টা করবেই, কারণ তাদের জ্ঞানে এতেই তাদের লাভ আর সুখ!

কিন্তু আল্লাহ যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতি বলে স্বীকৃত, সেখানে এমন একদেশদর্শী সংকীর্ণ ব্যবস্থা চলবেনা। কারণ দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সর্বমানবতার সার্বজনীন কল্যাণের জন্য যা প্রয়োজন তা তিনি জানেন আর সকলের জন্য যা ন্যায়সঙ্গত সেই ব্যবস্থাই তিনি প্রদান করেন। তাই কোরআন মজীদে বিঘোষিত হয়েছে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ -

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -

হুকুম একমাত্র আল্লাহরই! তাঁর নির্দেশ : তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারুরই দাসত্ব বরণ করবেনা। এইটাই সুদৃঢ় জীবন-ব্যবস্থা কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা এবিষয় অজ্ঞ রয়েছে। [ইউসুফ-১২ : ৪০] এই সতর্কবাণী কোরআনে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। খবরদার! কারুরই কোন দাসত্ব বরণ করতে যেয়োনা, ইসলাম এসেছিল দুনয়াকে দাসত্বের নিগড়-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। দাসত্ব দু' প্রকার, দৈহিক ও মানসিক। দৈহিক দাসত্ব অনেক বেশী ক্ষতিকারক। আফসোস! এই ভয়ঙ্কর দাসত্বের শৃঙ্খলে আমাদের তরুণরা গেরেফতার হয়ে গেছে। যখন যেদিক থেকেই ঢেউ আসছে, সেই দিকেই তারা ভেসে চলেছে, অন্তর্দৃষ্টি তারা হারিয়ে ফেলেছে, বিচার বুদ্ধি তাদের লোপ পেতে চলেছে।

ইসলামের ধনবন্টনের অনেকগুলো নীতি ও ফর্মূলা রয়েছে। সেগুলো মেনে চললে মানুষের মধ্যে দুঃখ ও দারিদ্র, কান্না ও হাহাকার থাকেনা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

من اشبع وجاره جائع فليس منا -

যে পেটভরে পানাহার করল অথচ তার প্রতিবেশী অনশনে রাত্রি অতিবাহিত করলো, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরআন বলছে—

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون -

মুত্তাকী ও হেদায়তপ্রাপ্ত তারাই যারা ইন্দ্রিয়অগ্রাহ্য বিষয়ে ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে আমরা তাদের যে খাদ্যসম্পদ দিয়েছি— অল্পই হোক আর বিস্তর হোক, তন্মধ্য থেকে যারা দান করে থাকে।—[আল-বাকারা ২ঃ৩] এখানে ঈমানের পরই নামাযের কথা বলা হয়েছে। ঈমানের পরেই নামাযের এই গুরুত্ব কেন? এই জন্য যে, নামায আপনার ঈমানিয়াতের দাবীর প্রমাণ। আপনার জ্বর হয়েছে, ছুটি চাচ্ছেন, প্রমাণ গা গরম বোধ হচেছ, শীত লাগছে, আপনার চোখ লাল হয়ে উঠেছে, জিহ্বা ঠোঁট বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে, আপনার দুর্ণিবার পিপাসা। এই কোন লক্ষণই আপনার মধ্যে দেখা দেয়নি। আপনার জ্বরের ওজুহাত মিথ্যা, মিছে কথায় ছুটি নামন্জুর।

আপনার রব্ব প্রভুকে স্বীকার করার প্রমাণ তখনই মিলবে যখন আপনি সত্যই কথায় ও কাজে দেখিয়ে দেবেন,

إياك نعبد وإياك نستعين -

প্রভু হে, একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি, আর কারুরই দাসত্ব স্বীকার করিনা, একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য বাঞ্ছা করি আর কারও সাহায্য ভিক্ষা করিনা।

তুমি নিজেকে ইসলামের মস্ত বড় Champion বলে জোর গলায় দাবী করছ, তুমি কি আল্লাহর মনোনীত আদর্শ আর রসূলের (সাঃ) নীতিকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছ? রসূলুল্লাহকে (সাঃ) কি দ্বীনের একমাত্র ইমাম রূপে মেনে নিয়েছ? প্রমাণ কোথায়? এই অসত্য বড়াই ও মিথ্যা ভান গোটা জাতটাকেই রসাতলে দিল! কাল চাইলে পাকিস্তান! কি বলে চেয়েছিলে? আর আজ কি করছ? কি প্রয়োজন ছিল বিভক্ত হওয়ার? বেশ তো ছিলাম একত্রে। কোথা থেকে কী ঝকমারী শুরু হলো? চাই পাকিস্তান! কেন চাই? কতকগুলো অফিসার প্রমোশন পাবেন এর জন্য? ক্ষুদে অফিসাররা রাতারাতি হ্যাট-কোট-টাই ধারী বড় সাহেব বনে যাবেন এর জন্য? আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হবেন আর গুটিকয়েক অজ্ঞ ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তি মন্ত্রিত্বের আসনে সমাসীন হবেন এজন্যই কি পাকিস্তান চাওয়া হয়েছিল? না! পাকিস্তানের দাবীর পিছনে ছিল একটা মহত্তম উদ্দেশ্য ও সুন্দরতম আদর্শ। হিন্দু উপমহাদেশের বৃহত্তর সমাজ তাদেরই সংখ্যালঘুদের সাথে হাজার হাজার বছর একত্রে বাস করেও তাদের অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। তাদের মধ্যে ঔদার্য ও মহত্বের নাম গন্ধও ছিলনা, তারা মুসলমানদের যবন, ম্লেচ্ছ, খেড়ে বলে অভিহিত করে তাদের যাঁতা কলে পিষে মারার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মুসলমান ঘুমোচ্ছিল নাকে তেল দিয়ে, কেউ গোঁফে তাও দিয়ে, কেউবা দাড়িতে খেলাল করে সময় কাটাচ্ছিল! হঠাৎ দিকে দিকে হুঙ্কার ধ্বনি উচ্চারিত হলো, "লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্তান।" কিন্তু সত্যি-

কারের লড়বার প্রয়োজন হলনা। পাকিস্তান হাসেলের জন্য প্রত্যক্ষভাবে একফোটা রক্তও পূর্ব্ব বঙ্গবাসীর ঝরলনা। ঘুম থেকে উঠে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের সুপ্রভাতে দেখতে পেলাম আমরা আযাদ। পেয়ে গেছি আযাদ পাকিস্তান। এক চেয়ার থেকে অন্য চেয়ারে লাফিয়ে গেলাম! আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ! কী হবে পাকিস্তানের জন্য আমাদের দরদ?

যে নির্যাতন ও নিষ্পেষণ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য এ লড়াই ঘোষিত হয়েছিল, সে সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। কোন একটি সমস্যারও সমাধান হয়েছে কি? কেবল দেখছি পার্টির লড়াই মন্ত্রিত্ব নিয়ে দলাদলি। কারণ কি? মুসলমানদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যবস্থাকে তারা করেছে উপেক্ষা ও অবহেলা। অদৃষ্টের পরিহাস, আজ সে সবই বিদ্রূপের বস্তু।

কাল ট্রেনে আসছিলাম। সেকেণ্ড ক্লাস! উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ পদস্থ ভদ্রলোক দাড়ি নিয়ে করছিলেন উপহাস, ঠাট্টা, কিন্তু এই দাড়ি যদি তারা আজ বিকাশ প্রাপ্ত হতে দেখে তাদের গুরুঠাকুর আর শাসকদের ঠোঁটে, এই অন্ধভক্ত তথাকথিত শিক্ষিতের দলের কাছে দাড়ি রাখা তখন উপহাসের বস্তু থাকবেনা, বরং ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে যাবে। আজ আমাদের অবস্থা হয়েছে কচুরী পানার মত, পাল সব সময়েই খাড়া, যে দিকে বাতাস ঠেলবে সেইদিকেই চলতে শুরু করবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে আমাদের কারুরই একটুকু বাধেনা। যাক সে সব কথা।

এখন ইসলামের সাম্য ও ন্যায় নীতির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। আমি বলতে চাই—ইসলাম equality and justice-সাম্য এবং ন্যায়নীতির যে বিধান প্রদান করেছে তাতে মানুষে মানুষে আকাশ পাতাল বৈষম্যের সৃষ্টি করেনি। ইসলাম মানুষের

কর্মদক্ষতার পার্থক্য স্বীকার করেছে—আর স্বীকার করেছে বৈধ উপায়ে অর্জিত ধনের উপর উপার্জনকারীর অধিকার। কিন্তু অবৈধ উপায়ে ধন অর্জনকে শক্তভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

কোরআন ঘোষণা করেছে,

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم

بالباطل -

"হে বিশ্বাসপরায়ণসমাজ, তোমাদের পরস্পরের ধন সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভোগ করোনা।" [সূরা আন্-নেসা ৪ : ২৯] প্রবঞ্চনামূলক ক্রয় বিক্রয়, শঠতামূলক কনট্রাক্ট, সূদ, জুয়া, লটারী অতিরিক্ত মুনাফার উদ্দেশ্যে মওজুদকরণ, কালোবাজারী প্রভৃতি অন্যায় আচরণকে ইসলাম অস্বীকার করেছে। একজনের হাতে ধনের অবৈধ প্রাচুর্য অন্য বহুলোকের ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে থাকে—তজ্জন্য তাও নিষিদ্ধ হয়েছে।

বৈধ উপায়ে উপার্জিত ধনে উপার্জনকারী ছাড়া জনগণেরও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে :

وفى المال حق غير الزكوة

যাকাৎ ছাড়াও উপার্জিত ধনে জনগণের অধিকার আছে।

হযরতের সাহাবা আবুযর গিফারী এবং আবুদ্দরদার মতে মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া অন্য কিছুই জড়ো করতে ও আট্‌কে রাখতে পারবেনা। অন্য সাহাবাগণ এটাকে স্বীকার না করলেও নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্যানুসারে পুঁজিবাদের পরিণতি সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন।

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - يوم يحمى
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم - هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما
كنتم تكنزون -

যারা স্বর্ণ রৌপ্য মওজুদ করে এবং আল্লাহর পথে খরচ করেনা, তাদের হে রসূল (সাঃ), আপনি সুসংবাদ দান করুন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির! সেই ভয়ঙ্কর দিনে জাহান্নামের অগ্নিতে সেই ধন উত্তপ্ত করা হবে আর তাই দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠ দাগা দেওয়া হবে, বলা হবে, এগুলো হচ্ছে সেই ধন, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঁজি করে রেখেছিলে, এখন মজা চাখ! জড়ো করে রাখার স্বাদ গ্রহণ করো। (৯ : ৩৪-৩৫)

ইসলাম ধনার্জনের বৈধ উপায় স্বীকার করে নিয়েছে। শ্রম ও মেহনত দিয়ে উপার্জনের অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু উপার্জন করেই নিস্তার নেই। কেয়ামতের দিবস কোন ইনসানই এক পা নড়তে সক্ষম হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ৫টি জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারবে।

প্রথম • عن عمره فيما افناه •

জীবন সম্বন্ধে। জীবন কিভাবে অতিবাহিত করলে? বয়স কি ভাবে কাটিয়ে দিলে? মানুষের প্রথম মূলধন তার জীবন— Life। এ জীবন কি ভাবে ক্ষয় করা হল তার হিসাব জীবনের

স্রষ্টা ও মালিকের কাছে দিতে হবেই। এ তোমার নিজস্ব বস্তু নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে জীবনের সুদীর্ঘ সময় খরচ করে ফেলবে? যুলুম, পীড়ন, শোষণ, দুর্নীতি, মিথ্যাচার ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে যে কোন উপায়ে জীবনকে উপভোগ কর— কাটিয়ে দাও। "হেসে নাও, দু'দিন বৈ ত নয়!" এ দর্শন মিথ্যা এবং অলীক!

দ্বিতীয় وعن شبابه فيما ابلاه

যৌবন সম্বন্ধে! তুমি নওজওয়ান, তোমার হাতের পেশী মজবুত, বুক প্রশস্ত, হৃদয়ে সাহস অদম্য। তুমি ইচ্ছা করলে এ সবের সদ্ব্যবহার করে মানুষের অশেষ কল্যাণ করতে পারতে, তা না করে তোমার শক্তিকে মানুষের অকল্যাণে নিয়োজিত করলে, মানুষের অন্তরে হাহাকার ও করুণ আর্তনাদ ও ক্রন্দন উত্থিত করলে। যৌবনের আকাঙ্খাকে অন্যায় ও অবাঞ্ছিত ভোগে কলঙ্কিত করে ফেললে। জওয়াব তার দিতে হবে যৌবনের স্রষ্টা ও রব্বকে। যৌবনের উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে, ধরাকে সরা জ্ঞান করলে, বীর বিক্রমে হাঁটলে উদ্ধত মস্তকে, নিষ্ঠুর বাক্যবাণে মানুষের অন্তরে আঘাত হানলে, কিন্তু যতবড় শক্তিধরই হওনা কেন,

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا -

"তুমি কিছুতেই মাটি ফেড়ে ফেলতে পারবেনা, আর পাহাড়ের চেয়ে উঁচুও হতে পারবে না!"—(১৭ : ৩৭) কেবল সিনেমা, বেশ্যালয়, পানশালা গোলজার ক'রে প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও পশুবৃত্তির চরিতার্থতা দিয়ে কোন জাতি ধরাপৃষ্ঠে টিকে থাকতে পারে না। নওজওয়ানরাই জাতির যথার্থ শক্তি, কওম ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আশা

ভরসা! বৃদ্ধরা অস্তমুখী সূর্য, এখনই তারা অন্ধকারের আড়ালে ঢলে পড়বে, তোমাদের উপরেই পড়বে জাতি গঠনের ভার, তোমাদের এই যৌবন জলতরঙ্গ কোন পথ ধরে প্রবাহিত হচ্ছে তার হিসাব নিকাশ একদিন দিতে হবেই।

তৃতীয় ও চতুর্থঃ

وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه -

ধনের উপার্জন ও ব্যয় সম্বন্ধে। কোত্থেকে ধন উপার্জন করলে আর কোন কাজে ব্যয় করলে? টাকা পয়সা অর্থসম্পদ তোমার নিজস্ব বস্তু নয়, যিনি তোমার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও অন্নদাতা, যিনি রব্ব‌ুল আলামীন—অযুত ধনীর প্রভু ও প্রতিপালক, তিনিই দয়া করে তোমার হাতে ধন সম্পদ দিয়েছেন। এই টাকা দিয়ে তোমার সমাজের, দেশের, জগতের কি কি মঙ্গল সাধন করলে। ইসলাম দুনিয়ার বুকে সরবুলন্দ হয়েছিল কাদের সাহায্যে? ধনবান সাহাবারা ইসলামের জন্য অকাতরে তাদের ধন বিলিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠ ধনী আবুবকর, তাঁর সর্বস্ব ইসলামের খিদ্‌মতের জন্য উজাড় করে দিয়েছিলেন, উস্‌মান তাঁর ধনভাণ্ডার ইসলামের জন্য মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আজ পৃথিবীতে ৭০ কোটি ইসলামের দাবীদার বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করছে, যাদের বদৌলতে ইসলামের এই গগনচুম্বী প্রাসাদের ভিত্তি সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা ধনের মায়া ও মোহ পরিত্যাগ করেই আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিঃস্ব হয়েছিলেন। অর্থের এই সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে যারা অর্থকে শুধু নিজেদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ ভোগ বিলাস ও ইন্দ্রিয়সেবায় ব্যয় করবে, টাকা জমিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফাঁপিয়ে তুলবে, তাদেরকে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে জওয়াবদিহি করতে হবেই।

পঞ্চম: وعن علمه ماذا عمل

যে যে বিষয়ে বিদ্যার্জন করেছে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা লাভ করেছে অথবা আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মারফতে শিখেছে ও শুনেছে, সে তার অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞানের মর্যাদা কতটুকু রক্ষা করেছে, কোরআনী শিক্ষার আদর্শে নিজের জীবনকে কি পরিমাণ সে গঠন করতে সক্ষম হয়েছে, তার বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য ও ধর্ম-বিদ্যার গভীরতা দিয়ে সে বিপথগামী মানবগোষ্ঠীর কতদুর চৈতন্য সম্পাদন করতে সচেষ্ট হয়েছে, সন্দেহবাদ, নাস্তিকতা, শির্ক ও বিদ্আতের নিরসনকল্পে তারা বিদ্যা ও প্রতিভার সে কি পরিমাণ সদ্ব্যবহার করেছে—এ সমস্তের কৈফিয়ত প্রত্যেক পীর, মওলবী ও গ্রাজুয়েটকে প্রদান করতে হবেই।

ইসলামের জন্য স্বীকার ও জীবনদানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল বদরের সমরাঙ্গনে। ইসলামের প্রথম জঙ্গে জেহাদ। দু'জন কিশোর বালক! একজনের বয়স ১৪ আর একজনের আরও কিছু কম! যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত (Recruitment) হচ্ছিল। কিশোর দু'জন উচ্চতায় কম হয়ে গেল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের অনুমতি দিলেননা? তাঁরা দুঃখিত হলেন কিন্তু দমলেননা, পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে তাদের উচ্চাতার প্রমাণ দিতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখে, জেহাদী সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিলেন।

আল্লাহ বলেন—

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ

الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ

من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

"এবং (মুসলিম জাতি) তোমরা কাফেরদের মুকাবেলার জন্য (সামরিক ও অন্যান্য) সকল প্রকার শক্তির অনুশীলন করতে থাক বিশেষতঃ অশ্বসাদী বাহিনী প্রস্তুত করতে থাক, যদ্বারা তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখবে আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনদেরকে এবং অন্যান্য শত্রুদলকে যাদেরকে তোমরা অবগত নহ, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন।" [আন্‌ফাল ৮ : ৬০]

সম্ভাব্য সকল প্রকার শক্তির অনুশীলন দ্বারা প্রস্তুত থাক। সর্বপ্রকার যুদ্ধকৌশল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে শক্তিসঞ্চয় কর। শুধু প্রয়োজনের সময় নয়, সকল সময়ে। মুসলমানদিগকে একটি শক্তিশালী Militant জাতিরূপে টিকে থাকতে হবে। মুসলমানগণ জাতিগত ভাবে Military—সামরিক জাতি। তারা কথক, গায়ক বা বাউল ও বৈষ্ণবের জাত নয়। একটা মহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক শক্তিধর বীর্যবন্ত জাতিরূপে তাদের উত্থিত করা হয়েছিল। আল্লাহর রবুবিয়ৎ, উলুহিয়ত এবং তাঁর মালিকিয়তের গুণ (ছেফাত) কে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত ক'রে দুনিয়ার সমস্ত যুলুম ও মানুষের মেকী প্রভুত্বের নির্বাসন ঘটিয়ে বিশ্ব-প্রভুর একচ্ছত্র আধিপত্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই দুনিয়ার বুকে ইসলামের আবির্ভাব। কিন্তু ইসলাম জোর জবরদস্তীর সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে অগ্রসর হয়নি। জলদগম্ভীর স্বরে কোরআন ঘোষণা করেছিল—

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ۔

"দ্বীনে যোর যবরদস্তির অবকাশ নেই, বিভ্রান্তির পথ থেকে সত্য সনাতন পথকে স্পষ্টরূপে পৃথক করা হয়েছে।" কিন্তু নূতন জীবনদর্শন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে তথাকথিত সাম্য-বাদীরা কী করেছে? রাশিয়ায় জাল সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুল্ম এবং নিপীড়ন, জবরদস্তী আর নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ অবলম্বিত হয়েছে তার সঙ্গে ইসলামের যুগান্তকারী বিধান বলবৎ করার বাস্তব ইতিহাস তুলনা করে দেখ।

ইসলাম বলেছিল, জবরদস্তীতে কোন কাজ হাসেল হয়না। কোন মতবাদকেও প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। কোরআনের নির্দেশ কি ভাবে কার্যকরী হয়েছিল? একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :—

বিবাহের মজলিস। আনন্দ উৎসবের বিপুল আয়োজন। আনন্দোৎসবে শরাব পান আরবের চিরাচরিত প্রথা। শরাবের পেয়ালা বিতরিত হচেছ, কেউ কেউ পেয়ালা ওষ্ঠপ্রান্তে তুলে ধরেছে এখনই পরম আহ্লাদে পান করবে, এমন সময় আওয়ায এল কোরআনের সদ্য অবতীর্ণ সতর্ক বাণীর ঘোষণা :

يا يها الذين امنوا انما الخمر والميسر

والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه لعلكم تفلحون - انما يريد الشيطان

ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر

والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل
انتم منتهون -

"বস্তুতঃ শরাব, জুয়া, ঠাকুর প্রতিমার থান আর শুভাশুভের অলীক ও কাল্পনিক নিদর্শনগুলো অপবিত্র শয়তানী কর্ম, ইহা পরিহার কর, বর্জন কর। বস্তুতঃ শরাব আর জুয়ার সাহায্যে শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুভাব ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় আর তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়, অতএব তোমরা এগুলো থেকে বিরত হচ্ছ ?"—(মায়েদা ৫ : ৯০)

কোরআনী নির্দেশের ধ্বনি উৎসবমগ্ন লোকদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র কি হ'ল ? শরাব পানোদ্যত ব্যক্তিদের ওষ্ঠলগ্ন মদিরাপাত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হ'ল, মদিনার পথ নিক্ষিপ্ত মদিরা রসে প্লাবিত হল!

আর আজ দুনিয়ায় কি দেখছি ? কত আইন, কত অর্ডিন্যান্স, কত সতর্কবাণী, কত ভয় প্রদর্শন, কত হুঁশিয়ারী কিন্তু ঘুষ দেওয়া নেওয়া কি বন্ধ হ'ল ? কালোবাজারী, মওজুদদারী, মুনাফাখোরী রোধ করতে পারলে ? সবরকম পাপ পাকিস্তানের আকাশ বাতাসকে কলুষিত করে তুলেছে, গোটা জাতিকে ক্ষয় করে বিধ্বস্তির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিবারিত হচ্ছেনা। কেন হবে ? তোমরা কি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস কর এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে ? তোমার হাতে ক্ষমতা আছে, টাকা তুমি শোষণ করে যুল্‌মের স্টিমরোলার চালিয়ে দুর্বলের ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করতে পার, ভোগস্পৃহা তোমার অদম্য! তোমার ভোগের যূপকাষ্ঠে শত শত অসহায় দুর্বলের জীবন বিসর্জিত হোক, খুন

হয়ে যাক, তাতে ক্ষতি কি? তোমার ভোগমত্ত প্রাণ তাতে এতটুকু কাঁপবে কেন? টলবে কেন? জওয়াবদিহির ভয় তো তোমার অন্তরে নেই। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক যখন অনশনে অর্ধাশনে মৃত্যুর জঠরে, তখন অন্য রাষ্ট্রে সহস্র মন খাদ্য স্মাগ্‌ল্ড হচ্ছে। অফিসাররাও কি এজন্য দায়ী নয়? সব চোর, চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই, কে কাকে নিবারণ করে বল?

কিন্তু মুসলমান, তোমার আদর্শের কথা স্মরণ কর, ইতিহাসের উজ্জ্বল পাতাগুলো একবার উল্‌টিয়ে দেখ! পারস্য যখন বিজিত হ'ল তখন বিজয়ী গাযীর দল যে সমস্ত লুটের মাল নিয়ে এলেন, তার সঙ্গে ছিল একটি অজস্র মণি মুক্তায়-খচিত মুকুট, সে মুকুট এত ভারী ছিল যে পারস্য সম্রাট সেটাকে মাথায় বহন করতে পারতেন না? মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখতেন। সেই মহামূল্য মুকুট যখন একজন সৈনিক নিয়ে এসে হযরত উমরের সামনে স্থাপন করলেন, উমর তখন আনন্দগর্বে বলে উঠলেন যে জাতি এত বড় নির্লোভ, এমন বিশ্বস্ত, তাদের পতন হয় না। আর একজন বলে উঠলেন, আসল কথা তা নয়, আপনি স্বয়ং যদি নির্লোভ ও সৎ না হতেন, এই মহামূল্য রাজমুকুট আপনার নিকট পৌঁছত না। আমাদের শাসকদের সে চরিত্র-মাহাত্ম্য কোথায়? মানুষের মনকে কস্মিনকালে শক্তি আর লাঠির জোরে জয় করা যায়না, চরিত্র মাহাত্ম্য দিয়েই জয় করা যায়।

ইসলাম যে আদর্শকে পৃথিবীতে প্রচার করতে চেয়েছে তার গোড়ার কথাটা এই যে, আল্লাহকে রব্ব—আইন প্রণেতা, Law giver বলে স্বীকার করে নিতে হবে বরং তাঁর হুকুম ও নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত

করতে হবে। আল্লাহ কোরআন মজীদে ফরমাচ্ছেন—

ام لهم شركوا شرعوالهم من الدين ما لم يأذن

به الله -

"তাদের খোদার কি আরও জুড়িদার আছে যারা তাদের জন্য এমন আইন রচনা ক'রে দিয়েছে, যার পেছনে আল্লাহর কোন অনুমোদন Sanction নেই ?—[সূরা শূরা ৪২ : ২১] আল্লাহর অনুমতি সাক্ষেপ যদি না হয়, সে আইন দুন্‌য়ায় কোন দিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেনা। সাম্যবাদ ও সমানাধিকারবাদ শুধু মুখের কথায় আর শ্রুতিমধুর বুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমার খোদা আর আপনার খোদা এক, তার চক্ষে সকলেই সমান, মানুষের মনগড়া ভেদাভেদ এবং সমাজ গড়া শ্রেণী-পার্থক্য ও বর্ণ-বিদ্বেষের কোন মূল্য তাঁর কাছে নেই। মানুষের যথার্থ মূল্য নিরূপিত হয় তার সংযমশীলতা, ধর্ম্মভীরুতা, নীতিপরায়ণতা আর সদাচরণ দিয়ে। এ ভাব শির্ক ও ইলহাদ, নাস্তিক্যবাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদ দিয়ে জাগরিত হতে পারে না। এ ভাব জাগতে পারে শুধু তাওহীদের জলন্ত বিশ্বাসের উপরেই। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবুবকর, উমর, উসমান ও আলীর জীবনীতে এবং ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে এই অপূর্ব মহান সাম্যের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মওজুদ রয়েছে।

হযরত উমর একদিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ফরমান জারি করলেন—রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিবিদের জন্য বিবাহের যে যৌতুক প্রদান করেছিলেন, তার বেশী কেউ দিতে পারবে না। সকলেই নীরবে শুন্‌লেন আর মেনে নিলেন। কিন্তু এক বুড়ি হযরত

উম্বরকে রাস্তা দিয়ে যেতে হাত চেপে ধরে বললেন, তোমার এত বড় স্পর্ধা। আল্লাহর কেতাব ডিঙ্গিয়ে বিধান জারি করছ? হযরত উমর কিছু বুঝতে পারলেন না, বললেন, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। বুড়ি তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আল্লাহর কোরআনের আয়াত:

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا!

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সোনা-রূপার স্তূপ যদি দিয়ে ফেল, তার থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিতে পারবে না।" (সূরা নেসা—৪ : ২০)

বুড়ি বললেন উমর, তোমার নির্দেশ কি কোরআনের উপর বাড়াবাড়ি নয়? হযরত উমর ধৈর্য ধরে শুন্‌লেন, বুড়ির উপর রাজশক্তির খড়্গ নেমে এলোনা; ১৪৪ ধারা জারি হ'ল না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে খলিফা মনে মনে লজ্জিত হলেন—তৎক্ষণাৎ মজ্‌লিসে শূরা আহ্বান ক'রে তাদের সামনে নিজের অজ্ঞতা ও ক্রটী স্বীকার ক'রে ঘোষণা করলেন, উমরের ভুল হ'য়ে গিয়েছিল, একজন বুড়িও উমর অপেক্ষা কুরআনের জ্ঞানে অধিক পারদর্শী। তিনি তাঁর আদেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার করলেন।

ইসলাম সকলের জন্য সমালোচনার দ্বার উন্মুক্ত রেখে সাম্য ও বাক-স্বাধীনতার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেখেছে।

হযরত উমর সব সময় বলতেন, اسمعوا واطيعوا। আমার কথা শুন আর আমার অনুগত হও। একদা এক যুবক বলে উঠলেন, لا نسمع و لا نطيع তোমার কথা শুনি না, তোমার কথাও মানি না। Head of the state রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের

বিরুদ্ধে এরূপ "ঔদ্ধত্যের" জন্য তিনি কি করলেন? প্রতিবাদকারীকে জেলে পাঠালেন না, জরিমানা করলেন না, রাষ্ট্রদ্রোহী বলেও আখ্যা দিলেন না, কারণ শাসকের আনুগত্য Unconditional নয়, উহা শর্ত সাপেক্ষ। আমাদের শাসকগণ যদি রসূলের নায়েব এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিনিধি হন, ইসলামী বিধান ও ঐতিহ্যের বলবৎকারীর দাবীদার হন, তাহ'লে তাঁদেরকে ইসলামের আদর্শই অনুসরণ করে চলতে হবে।

আল্লাহ্ বলেন,

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول

واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه

الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم

الاخر ـ

"আল্লাহ্‌র অনুগত হও আর রসূলের অনুগত হও, শাসনকর্তাদেরও, যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর, তাহলে সে বিতর্কমূলক বিষয়কে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর।" —[সূরা নেসা ৪ : ৫৯]

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে শাসনকর্তাদের সার্বভৌম ও শর্তবিহীন আনুগত্য দাবী করা হয়নি, তাদের আনুগত্য Conditional —শর্ত সাপেক্ষ। একমাত্র আল্লাহই হুকুম দাতা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার ব্যাখ্যাতা। রসূলের আনুগত্য তাঁর হুকুমের জন্যই—আল্লাহ অথবা

রসূলের মত শাসকদের স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম আনুগত্যের উল্লেখ আয়াতে নাই।

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"রসূল (সাঃ) যা তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যে বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করেছেন, সে বিষয়ে বিরত থাক।" [সূরা হাশর—৫৯ : ৭]

আল্লাহ এবং রসূলের (সাঃ) হুকুম মোতাবেক যখন কোন শাসনকর্তা নির্দেশ প্রদান করবেন, তখন তাঁদের তাবেদারী অবশ্য প্রতিপালনীয় হবে।

হযরত উমরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল এক সাধারণ ব্যক্তি প্রশ্নের জওয়াবে সে হযরত উমরকে লক্ষ ক'রে বলল, তুমি চোর, চোরের তাবেদারী ওয়াজেব নয়। ভাবুন হযরত উমর ফারুকের কথা। এক প্রবল প্রতাপশালী বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক। তাঁর দোষ ধ'রে একজন নগণ্য নাগরিক তাঁকে চোর বলে সম্বোধন করছে। হযরত উমর বললেন, কি চুরি করলাম আমি? যুবক উত্তর করল, সেদিন যে লুটের মাল এসেছিল তার বখরা ভাগে আমরা প্রত্যেকে পেয়েছি যে পরিমাণ কাপড়, তুমিও তাই পেয়েছ, কিন্তু তুমি তার চাইতে বেশী নিয়েছ। নইলে গায়ের এত বড় জুব্বা হ'ল কি দিয়ে?" হযরত উমর বললেন এর উত্তর আমি দেবনা, দেবে আমার উপবিষ্ট ছেলে আবদুল্লাহ। (উমর তাঁর ছেলের দিকে ইশারা করলেন।) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর দাঁড়িয়ে বাপের কৈফিয়ত দিলেন, বললেন, বখরাই যে কাপড় আমার পিতা পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর জামা হয়না বলে আমার অংশের কাপড় পিতাকে দেওয়ায় এই লম্বা জুব্বা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

যুবক তখন সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন,

الآن أسمع وأطيع يا أمير المؤمنين!

"হে মুমিনদলের অধিনায়ক, এখন আপনার কথা শুনবো আর আপনার অনুগত হ'ব।"

একদিন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট তাঁর এক বন্ধু এলেন দেখা করতে। খলীফা দ্বিতীয় উমর তখন বাতিটি নিভিয়ে দিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "বাতি ছিল ষ্টেটের—ষ্টেটের কাজ করছিলাম, এখন তুমি খোশালাপ করতে এসেছ। এখন তো ষ্টেটের বাতি জ্বলতে পারেনা।" এই ছিল ইসলামের আদর্শ।

ইসলামী সাম্যবাদের আর একটি দৃষ্টান্ত। মিসরের লাট আম্র বিনুল আস। একদিন তাঁর ছেলে এক কিবতীকে (মিসরের সংখ্যালঘু বাসিন্দা) মেরেছিল নালিশ হ'ল লাট সাহেবের দরবারে! আমর কিবতীকে জেলে পুরলেন। কিবতী সেখান থেকে কৌশলে পালিয়ে সোজা হযরত উমরের (রাঃ) দরবারে এসে হাযির। হযরত উমর তলব করলেন পিতা পুত্র উভয়কে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে উমর তাঁর চাবুক "দুররায়ে ফারূকী" তুলে দিলেন কিবতীর হাতে, অপরাধের শাস্তি প্রতিশোধ—কেসাস (قصاص) গ্রহণ করার জন্যে! এই কেসাস সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,

ولكم في القصاص حيوة يا أولي الألباب—

"হে বুদ্ধিমানের দল, প্রতিশোধ ব্যবস্থার ভিতরেই তোমাদের জাতীয় জীবন নিহিত রয়েছে। [সূরা আল বাকারা—২ : ১৭৯]

আজ সমাজ জীবনের চিত্র কি ? বিচার পাবেনা এক নিরীহ মুসলমানের বুকে কোন যালেম আঘাত হানলে, বিচার হবে দারোগার কুকুরের গায়ে বেত উঠলে। গ্রামের প্রধান মাতব্বরের ছেলে ব্যভিচার করল, কেউ তার বিচার করতে সাহস পেলনা। ফল কি হল ? ব্যভিচারের বাঁশগাড়ি করা হ'ল।

আজ যুলম ও নিপীড়ন, ব্যভিচার ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে হু হু করে। নারী স্বাধীনতার ঢেউ অবাধ, চপল ও বল্গাহীনভাবে কোন্ দিকে কোন্ পথে চলছে ? নারীকে ঘরের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরের আলো আর মুক্ত হাওয়ায় টেনে আনার জন্য পুরুষের কী প্রাণান্ত কোশেশ। স্বামী সাহেব খাচেছ হোটেলে আর বিবি সাহেবা নাচ ঘরে, ছেলে প্রতিপালিত হচেছ নার্সিং হোম অথবা মিশন হাউজে। স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ নেই, বাপের সঙ্গে বেটা বেটির মুলাকাৎ নেই। ইসলামী আদর্শ থেকে দুরে সরে পড়ায় আর ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার অন্ধ অনুকরণের কী দুর্দমনীয় উৎসাহ ! কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার সেই জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা কোথায় ? তাদের সমাজের একাংশে মারাত্মক রোগের ব্যাপক প্রাদু-র্ভাব, কিন্তু সরকার ও চিন্তাবিদের দল সব রোগের ব্যাপক তথ্যসংগ্রহ করছেন, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি সব কিছুরই তথ্যমূলক রিপোর্ট সংগ্রহ এবং প্রতিকারের স্বক্রিয় পন্থা বাৎলাচ্ছেন। প্রতিকারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমাদের দেশে কে করবে তথ্যানুসন্ধান ? সমাজদেহের পরতে পরতে যে বিষ সংক্রামিত ও বিস্তারিত হয়ে চলছে, কে নিবে তার সন্ধান ? বিচার বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়োদ্ভাবন করবে কে ? শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মতই ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র। কিন্তু সে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সম্পর্ক আজ শিথিল, অনেকস্থলে ছিন্ন। আজ সবাই কমরেডের

দল। বড় কমরেড নিজেও নীতিচ্যুত, ছোট কমরেড রেহাই পাবে কি করে? স্বয়ং শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষানীতিতেই গলৎ।

আল্লাহ্ বলেন,

انما يخشى الله من عباده العلماؤ

"আল্লাহর বিদ্বান বান্দারাই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহকে ভয় করে।"—[ফাতের—৩৫ : ২৮]। শুধু আরবী বিদ্যাই বিদ্যা নয়, যে কোন মাধ্যমে যে কোন ভাষায় শিক্ষা হোক, বিদ্যা বিদ্যাই, বিদ্যা মানে শুধু কতকগুলো পুস্তক পাঠ করা নয়। বিদ্যা মানে wisdom, জ্ঞান, বাস্তব। এই বাস্তব জ্ঞান যিনি অর্জন করেছেন তিনিই বিদ্বান।

سخن کز بهر دین گوئی چه عبرانی چه سریانی!
مکان کز بهر حق باشد چه جابلقا چه جابلسا!

কথা বলবে ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য। সে আরবী ভাষায় হোক আর ইংরাজী অথবা সিরীক ভাষায় হোক, কিম্বা হিব্রুতেই হোক।

মুসলমানরা কি প্রাথমিক স্বর্ণযুগে অন্য ভাষা শিখে নাই? রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদকে 'হিব্রু' ভাষা শিখতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেছেন, الحكمة ضالة المؤمن জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানেই মিলুক তা মুমিন মুসলমানের হারানো ধন—এই জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র শিল্প কৌশল এবং শক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কোন ব্যক্তি খালেক বা স্রষ্টার কাছে নত মস্তক না হয়ে পারেনা। জ্ঞান, প্রজ্ঞা Wisdom, knowledge মানুষের মনোবৃত্তিকে সুগঠিত, অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়কে বিকশিত এবং বুদ্ধিকে

পরিমার্জিত করে তোলে, তাকে নকল-নবিশ করে তোলে না। মুসলিম জাতিকে উত্থিত করা হয়েছিল এজন্য যে, তারা নিজে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে মানবমণ্ডলীকে পথ দেখাবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তোমাদিগকে উত্থিত করা হয়েছে, সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য। তোমরা মানব সমাজে কল্যাণের প্রচার এবং অকল্যাণ ও অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে বলেই তোমাদেরকে শিরোপা করা হয়েছে।" [আলে ইমরান-৩ : ১১০]

হযরত উমরের বিচারের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি কিবতীর হাতে 'দুর্‌রায়ে ফারূকী' তুলে দিলেন। কিবতী লাটের ছেলেকে ইচ্ছামত চাবুক কষে রক্তাক্ত করে দিল। কিন্তু লাট সাহেবকে খাতির করে রেহাই দিল। হযরত উমর ক্রুদ্ধস্বরে লাট সাহেবকে বললেন—

مَتَى تَعَبَّدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا -

কখন থেকে তোমরা মানুষকে দাসে পরিণত করলে, অথচ তাদের জননীরা তো তাদের আযাদরূপেই প্রসব করেছিল?

দুনিয়ার কোন সংখ্যাগুরুদলের শাসক দেখাতে পারে কি সংখ্যা-লঘুদের প্রতি এমন ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার বলিষ্ঠ ও সুমহান দৃষ্টান্ত?

হযরত উমরের বিভিন্ন সরকারী দফতরের মধ্যে এক দফতরের নাম ছিল দিওয়ান। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি বলেছিলেন, যদি এক বৎসর বেঁচে থাকি, খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশ এবং অঞ্চলের সকলের Census—আদমশুমারী নেওয়ার ব্যবস্থা করব।

অমুসলমানদের সাথে তিনি মুসলমানদের মতই তুল্য ন্যায়বিচার ও আচরণের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একদিন তিনি বাজারে বের হয়ে এক বৃদ্ধ ইহুদী বা খৃষ্টানকে টুপি হাতে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে ভিক্ষা করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর শুনে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে তিনি মজলিসে শূরা আহবান করে তার জীবিকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

মুসলিম ষ্টেটে ইসলামী বিধান মতে রাষ্ট্রে এবং নাগরিক অধিকার সকলের জন্যই সমান। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সম্বন্ধে শরীঅতে ব্যবস্থা রয়েছে:—

دماءهم كدمائنا واموالهم كاموالنا -

তাদের রক্ত, তাদের ধনসম্পত্তি আমাদেরই রক্ত ও ধনসম্পত্তির মতই পবিত্র ও সুরক্ষিত!

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রসূল এবং মুসলমানদের সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন,

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ

الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) পৃথিবীর মানবজাতিকে দুর্বিসহ ভার থেকে মুক্ত করেন, যে লৌহশৃঙ্খলে মনুষ্যসমাজ আবদ্ধ ছিল তাদের সেই শৃংখল মোচন করেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে, তাঁকে শক্তিমান এবং তাঁর গৌরব বর্ধন করেছে তাঁর সাহায্যকারী হ'তে

পেয়েছে আর যে জ্যোতিকে তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করেছে, অর্থাৎ কুরআনকে জীবনের মন্ত্র ও দিশারী-রূপে গ্রহণ করে আইনরূপে মেনে চলছে, তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত" – [আরাফ ৭ : ১৫৭]।

আজ দুনয়া যে সব সমস্যায় ভারাক্রান্ত, একমাত্র কুরআন মজীদের সক্রিয় রূপায়ণ দিয়েই তার সুসমাধান সম্ভবপর। দুনয়ার বিভিন্ন অংশে যে ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এবং যার প্রচারণা বহুলোককে বিভ্রান্ত করে তুলেছে, আল্লাহর শাশ্বত চিরসত্য চিরসুন্দর ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যদি তার মোকাবিলা করতে চান, তাহ'লে সর্বপ্রথম ভণ্ডামী ও মুনাফেকী পরিহার করুন, দলাদলী পার্টি পলিটিক্সের কোন্দল কোলাহল, কাঁদা ছোড়াছুড়ি পরিত্যাগ করুন, সমাজজীবন থেকে শ্রেণীভেদের অভিশাপ বিদূরিত করুন এবং কুরআনের সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে রূপায়িত করার জন্য সকলে মিলে অগ্রসর হোন। ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র নির্বি-শেষে সকলের সামনে এই এক কর্তব্যই আজ এসে দাঁড়িয়েছে।

আসমানে এক লাল মেঘ ভীষণ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আত্ম প্রকাশ করেছে, সমগ্র দুনয়াকে সে গ্রাস করতে উদ্যত। তুর্কিস্তান, তাজ-কিস্তান, বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত প্রসিদ্ধ ইসলাম এবং কুরআন হাদীস প্রচার কেন্দ্রসমূহে সহস্র সহস্র মসজিদ আজ ঘোড়ার আস্তাবল, সিনেমা হল ও নাচ তামাসার ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে! আজ আমাদের ভবিষ্যতের আশা—তরুণের দল বিভ্রান্তির মোহে এক সর্বনাশা গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে। পৃথিবীতে নরনারী তরুণ তরুণীর স্বাভাবিক পার্থক্যের সীমারেখা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পর নারী আর আপন, নিকট আত্মীয় ভগ্নী এমন কী জন্মদাত্রী মাতার পার্থক্যও ঘুচে যাচ্ছে। জেনে রাখ পাকিস্তানে

ইসলামের রূপায়ণপ্রয়াসী মুসলমান! রাশিয়ায় ক্লিনিক বসেছে আর তাতে পরীক্ষা চলছে মাতা আর ভগ্নীর সঙ্গে যৌন মিলনে শারীরিক দিক দিয়ে কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিনা? হুশিয়ার হও মুসলমান।

از منطق و حکمت اکثر به دو محبوب
این ها همه آرائش افسانهٔ عشق است

ফিজিক ও লজিক দিয়ে অনেক কাজ হয় কিন্তু প্রিয়তমের দুয়ার মুক্ত হয় না, এগুলো প্রেমের কাহিনীর সৌষ্ঠব মাত্র! জাতির সম্মুখে এখন কর্তব্য কি?

محمد عربی کا بروی هر دو سرا است
کسیکه خاک درش نیست خاک بر سر او!

আরাবী মোহাম্মদ (সাঃ) ই ইহকাল পরকালের আত্মা! যারা তাঁর দুয়োরের মাটি হ'তে পারেনি তার মাথায় ছাই।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র কিসের? জাতির? ভাষার? বর্ণের? না শারীরিক গঠনের? উভয়ের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান—যা বর্তমানে ধ্বংস করার চেষ্টা চল্‌ছে! সেটা হচ্ছে ইসলাম। যার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে পাকিস্তানী জাতীয়তা। এই সম্পর্কই আরব' আ'জমকে একত্র করেছিল, সাগরের এক পারকে অপর পারের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করেছিল! এই হচ্ছে মুসলিম জাতীয়তার আদর্শ! তাই মহা কবি গেয়েছিলেন:

چین و عرب همارا هندوستان همارا
مسلم هیں هم وطن هے سارا جہاں همارا
تیغوں کے سائے میں هم پل کر جوان هوئے هیں

خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا!
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا!!
سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا،
اس نام سے ہے باقی ارام جاں ہمارا!

চীন আমাদের, আরব আমাদের, হিন্দও আমাদের!
আমরা মুসলিম! সমগ্র দুনিয়াই আমাদের স্বদেশ!
তরবারির ছায়ায় প্রতিপালিত হ'য়ে আমরা জওয়ান হয়েছি,
নবচন্দ্রের খঞ্জর হচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকার প্রতীক!
তাওহীদের আমানত রয়েছে আমাদের বুকে গচ্ছিত,
আমাদের নাম নিশান মুছে ফেলা সহজ সাধ্য নয়!

হিজায-পতি মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের কাফেলার সেনাপতি, এই নামেই আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি বিরাজ করছে!

মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) দেশ-বর্ণ-শ্রেণী-নিরপেক্ষ এই মহাজাতির একচ্ছত্র নেতা। ভৌগলিক জাতীয়তা স্বীকার ক'রে নিলে এই আরাবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে নেতারূপে স্বীকার করবেন কেমন করে? বন্ধুগণ সাবধান! আপনাদের জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলার কোন ষড়যন্ত্রকেই বরদাশ্ত করবেননা।

در دل مسلم مقام مصطفی است،
ابروئے ما ز نام مصطفی است!

মুসলিম জাতির হৃদয় রাজ্যে তাদের একমাত্র অধিনায়ক রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্য রয়েছে এক বিশিষ্ট সিংহাসন! আপনি ইংরাজ হ'তে পারেন, জার্মান হ'তে পারেন, হিন্দু হ'তে পারেন,

নমঃশূদ্র অস্পৃশ্য হ'তে পারেন। সব হতে পারেন, কিন্তু ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে হ'তে পার্‌বেননা।

এ জাতির নাম হয়েছিল মুসলিম—আত্মসমর্পিত। এদের জীবন মৃত্যু আল্লাহ্‌র হস্তে বিক্রীত। সাবধান! জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিওনা! নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করোনা।

আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে গেল। আল্লাহ মূসাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

وما تلك بيمينك يموسى ؟ قال هي عصاي اتوكؤا
عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب
اخرى -

"হে মূসা তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কি? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, এর ওপর আমি ঠেস দেই, এ দিয়ে আমার মেষ পালের জন্য পাতা পেড়ে দেই, এ দিয়ে আমার আরও অন্য কাজ হয়।"—[তাহা ২০ : ১৭-১৮]।

আল্লাহর প্রশ্ন ছিল শুধু একটা কিন্তু মূসা উত্তরে অনেক কথা বলে ফেললেন। এত কথা তিনি বললেন কেন? কারণ রোজ রোজ আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা চলেনা আর প্রতিদিন তুর পাহাড়েও উঠা যায় না।

আমার জীবনেরও সায়াহ্ন কাল সমুপস্থিত। আপনাদের খেদমতে হাযির হওয়ার আর সুযোগ পাব কিনা সে কথা নিশ্চিত ক'রে বলা চলে না। কাজেই বক্তৃতা আমার লম্বা হয়ে গেল।

সর্বশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে আপনাদেরকে, বৃদ্ধ, যুবা, নারী পুরুষ সকলকে ইসলামের প্রেরণায় উদ্বোধিত করে গড়ে তোলেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) নেতৃত্ব আমরা সকলে মনে প্রাণে কবুল ক'রে নিয়ে আবার নব উন্মাদনায় ইসলামী ঝাণ্ডার তলে আমরা যেন সমবেত হই, আল্লাহর তাওহীদের পিযুষ ধারায় সকলের হৃদয়মন পরিস্নাত এবং আল্লাহর কোরআনের সমুজ্জল জ্যোতিতে অন্তরলোক রওশন ও দীপ্ত হয়ে উঠুক।

হে আল্লাহ, আমাদের সকলকে আমাদের নওজওয়ান ও ছাত্র বন্ধুগণকে এই তওফিকই দান কর। আমীন! ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

সমাপ্ত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রকাশিত বইসমূহ

বই	লেখক	মূল্য
১। কালেমা তাইয়েবা	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	২০/=
২। আহলে হাদীস পরিচিতি	ঐ	৩৫/=
৩। নবুওয়াতে মুহাম্মাদী	ঐ	৭০/=
৪। সিয়ামে রামাযান	ঐ	৬/=
৫। তারাবীহ্	ঐ	৩০/=
৬। ঈদে কুরবান	ঐ	১২/=
৭। ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	ঐ	২৫/=
৮। ফাতাওয়া ও মাসায়েল	ঐ	১০০/=
৯। তিন তালাক প্রসঙ্গ	ঐ	১৫/=
১০। ইসলামী অর্থনীতির ক খ	ঐ	৮/=
১১। মুসাফাহা দক্ষিণ হস্তে না উভয় হস্তে	ঐ	১৫/=
১২। গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুল মালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা	ঐ	১২/=
১৩। আহলে কিবলার পিছনে নামায	ঐ	১২/=
১৪। মুগরী আগে জন্মেছে না ডিম	ঐ	১৫/=
১৫। আল-ইসলাম বনাম কম্যুনিজম	ঐ	১২/=
১৬। ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী	২০/=
১৭। তাবলীগে দীন ও আহলে হাদীস আন্দোলন	ঐ	৪/=
১৮। সূরা ফাতিহার সংক্ষিপ্ত তাফসীর	ড. আফতাব আহমদ রাহমানী	৬/=
১৯। মাসায়েল ও নামায শিক্ষা	ঐ	২০/=
২০। বুলুগুল মারাম	অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রহমান	১০০/
২১। কিতাবুল কাবায়ির	ঐ	৭০/=
২২। সহীহ আল-কালিমুত্ তাইয়িব	ঐ	৫০/=

প্রাপ্তিস্থান

১৭৬, নবাবপুর রোড, (তৃতীয় তলা) ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৯৫৬৬৭০৫

আসসালামু আলাইকুম৷

আমরা মুহাম্মাদ আব্দুললাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)-এর লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিয়েছি৷ আপনার কাছে যদি কোন বই থাকে তবে আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দিতে পারেন | অথবা বইগুলো বিক্রি করতে পারেন৷ পরিবহন খরচ সহ বইয়ের দাম পরিশোধ করা হবে৷ নতুবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে পারেন৷ পরিবহন খরচ আমরা বহন করে স্ক্যান করে আবার আপনার কাছে পাঠিয়ে দিবো৷ বইগুলো প্রকাশের কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য থাকবে না৷ বরং ইসলামের প্রচারই মূল উদ্দেশ্য হবে৷ এছাড়া পুরাতন সহীহ আক্বীদার বই, পত্রিকা, তাওহীদ ট্রাস্টের বই গুলো দিতে পারেন৷ আললাহ আমাদের কবুল করুন৷ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে এই লিংকে যোগাযোগ করুন৷ নতুবা সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন ০১৭৩৪৬৭২৯৬৮